

# মানসিক স্বাস্থ্যসেবা আইন, 2017

মানসিক স্বাস্থ্যসেবা আইন কি?

মানসিক স্বাস্থ্যসেবা আইন, 2017, একটি যুগান্তকারী আইন যা ভারত সরকার মানসিক স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে এবং মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের অধিকার রক্ষার জন্য প্রণীত হয়েছে। এর লক্ষ্য মানসিক স্বাস্থ্যের প্রচার করা, বৈষম্য প্রতিরোধ করা এবং সকল ব্যক্তির জন্য মানসিক স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবায় অ্যাক্সেস নিশ্চিত করা।

আইনি কাঠামো:

মানসিক স্বাস্থ্যসেবা আইন মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের অধিকারের প্রচার, সুরক্ষা এবং পরিপূর্ণতার জন্য একটি ব্যাপক আইনি কাঠামো প্রদান করে। এটি মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, চিকিৎসা এবং পুনর্বাসনের জন্য অধিকার-ভিত্তিক নীতিগুলি প্রতিষ্ঠা করে এবং সরকার, স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী এবং সম্প্রদায় সংস্থাগুলি সহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের ভূমিকা এবং দায়িত্বগুলিকে বর্ণনা করে।

মূল বিধান:

মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের অধিকার:

এই আইনটি মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয় এবং সমর্থন করে, যার মধ্যে রয়েছে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবা অ্যাক্সেস করার অধিকার, মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার অধিকার, গোপনীয়তা এবং গোপনীয়তার অধিকার এবং তাদের চিকিৎসা এবং যত্নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার। এটি মানসিক অসুস্থতার কারণে বৈষম্য এবং কলঙ্কিতকরণকে নিষিদ্ধ করে

সমাজে মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের একীভূত করার সুবিধার্থে সহায়তা এবং পুনর্বাসন পরিষেবার বিধানকে বাধ্যতামূলক করে।

অগ্রিম নির্দেশাবলী এবং মানসিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা পরিকল্পনা:

আইনটি ব্যক্তিদের মানসিক স্বাস্থ্যসেবা চিকিৎসা এবং যত্নের জন্য তাদের পছন্দগুলি নির্দিষ্ট করে অগ্রিম নির্দেশিকা প্রস্তুত করতে দেয়। এটি মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য মানসিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা পরিকল্পনার প্রস্তুতি, তাদের চিকিৎসার পছন্দ, সহায়তার প্রয়োজনীয়তা এবং মনোনীত প্রতিনিধি বা যত্নশীলদের পছন্দের রূপরেখা প্রদান করে।

চিকিৎসার জন্য ক্ষমতা এবং সম্মতি:

আইনটি কোনো চিকিৎসা বা পদ্ধতি শুরু করার আগে মানসিক অসুস্থ ব্যক্তিদের কাছ থেকে অবহিত সম্মতি পাওয়ার গুরুত্বের ওপর জোর দেয়।

এটি মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের তাদের সিদ্ধান্তের প্রভাব বোঝার ক্ষমতা সাপেক্ষে তাদের চিকিৎসা এবং যত্নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়। এটি এমন ক্ষেত্রেও সুরক্ষা প্রদান করে যেখানে ব্যক্তিদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতার অভাব হতে পারে, এটি নিশ্চিত করে যে তাদের অধিকার যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সুরক্ষিত।

পরিচর্যাকারী এবং পরিবারের অধিকার:

এই আইনটি মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের সহায়তা এবং যত্ন প্রদানে যত্নশীল এবং পরিবারের ভূমিকাকে স্বীকৃতি দেয়। এটি চিকিৎসা এবং পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় যত্নশীল এবং পরিবারগুলির সম্পৃক্ততা বাধ্যতামূলক করে এবং তাদের প্রিয়জনদের যত্ন এবং চিকিৎসার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করে। এটি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং প্রদানের গুরুত্বের উপরও জোর দেয়

পরিচর্যাকারীদের কার্যকর যত্ন প্রদানের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য সহায়তা পরিষেবা।

মানসিক স্বাস্থ্যসেবার উপর প্রভাব:

মানসিক স্বাস্থ্যসেবা আইন ভারতে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহ, অ্যাক্সেস এবং গুণমানের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে। মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য একটি অধিকার-ভিত্তিক পদ্ধতির প্রচার করার মাধ্যমে, এটি মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কলঙ্ক, বৈষম্য, এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন হ্রাস করার লক্ষ্য রাখে। এটি সম্প্রদায়-ভিত্তিক যত্ন, পুনর্বাসন এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তির গুরুত্বের উপর জোর দেয়, মানসিক স্বাস্থ্যের অবস্থার সাথে ব্যক্তিদের সামগ্রিক চিকিৎসা এবং পুনরুদ্ধারের সুবিধা দেয়।

চ্যালেঞ্জ এবং সংস্কার:

যদিও মেন্টাল হেলথ কেয়ার অ্যাক্ট ভারতে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা সংস্কারের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের প্রতিনিধিত্ব করে, এটি বাস্তবায়ন, সম্পদ বরাদ্দ এবং সক্ষমতা-নির্মাণ সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি হয়। আইনটির কার্যকর বাস্তবায়ন এবং এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা অবকাঠামো, কর্মীবাহিনীর উন্নয়ন এবং সম্প্রদায়-ভিত্তিক পরিষেবাগুলিতে বর্ধিত বিনিয়োগের প্রয়োজন রয়েছে।

ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন, এবং সংস্কার উদীয়মান সমস্যাগুলি মোকাবেলা করতে, মানসিক স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে এবং মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য ফলাফল উন্নত করতে অপরিহার্য।

উপসংহার:

মানসিক স্বাস্থ্যসেবা আইন, 2017, ভারতে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা নীতি এবং অনুশীলনে একটি দৃষ্টান্ত পরিবর্তন প্রতিফলিত করে, যা মানসিক অসুস্থ ব্যক্তিদের অধিকার, মর্যাদা এবং সুস্থতার উপর জোর দেয়। মানসম্পন্ন মানসিক স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবায় অ্যাক্সেসের প্রচার করে, মানসিক স্বাস্থ্যের অবস্থার অধিকারী ব্যক্তিদের অধিকার রক্ষা করে এবং কলঙ্ক ও বৈষম্যকে মোকাবেলা করে, এই আইনটি মানসিক স্বাস্থ্য এবং মানুষের অগ্রগতিতে অবদান রাখে।

দেশে অধিকার। সরকার, স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী, সুশীল সমাজ সংস্থা এবং সম্প্রদায়ের সাথে জড়িত সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টার মাধ্যমে, আইনটি মানসিক অসুস্থতায় বসবাসকারী ব্যক্তিদের সহ সকল ব্যক্তির জন্য একটি আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক, সহায়ক এবং ন্যায়সঙ্গত সমাজ গড়ে তুলতে সাহায্য করতে পারে।